রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, জুলাই ৪, ১৯৯৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২০শে আষাঢ়, ১৪০১/৪ঠা জুলাই, ১৯৯৪

এস, আর, নং ২৩৬-আইন/৯৪—Trade Organisation Ordinance 1961 (XLV of 1961) এর section 23 তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার বাণিজ্য সংগঠন বিধিমালা, ১৯৯৪ তে নিম্নরূপ সংশোধন করিল, যথা :—

উপরি-উক্ত বিধিমালার—

(১) বিধি ৬ এর উপ-বিধি (১) এবং (২) তে "পূর্ববর্তী বৎসরের" শব্দগুলির পরিবর্তে "তাহার সর্বশেষ" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

(২) বিধি ৯ এর—

(ক) উপ-বিধি (২) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-বিধি প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"(২) সকল চেম্বার ও এসোসিয়েশনকে সরকার দুইটি শ্রেণী, যথা :—(ক) বা (খ) শ্রেণীর বাণিজ্য সংগঠন হিসাবে চিহ্নিত করিবে এবং এতদুদ্দেশ্যে উক্ত সংগঠন উহার সদস্যগণ কর্তৃক প্রদেয় ন্যূনতম ভর্তি

মূল্য : টাকা ২·০০

বা ক্ষেত্রমত অধিভুক্তি ফিস এবং বার্ষিক চাঁদা নিম্নবর্ণিত টেবিল অনুসারে ধার্য করিবে, যথা:—

টেবিল

সদস্য	নূন্যতম ভর্তি/অধিভুক্তি ফিস চেম্বার/এসোসিয়েশনের শ্রেণী ক	খ	নূন্যতম বার্ষিক চাঁদা চেম্বার/এসোসিয়েশনের শ্রেণী ক	খ
	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা
(১) সাধারণ সদস্য	৭৫০	৩৫০	৭৫০	৩৫০
(২) সহযোগী সদস্য	৩৫০	২৫০	৩৫০	২৫০
(৩) টাউন এসোসিয়েশন	৫০০০	৩০০০	৫০০০	৩০০০
(৪) গ্রুপ	৫০০০	৩০০০	৫০০০	৩০০০

ব্যাখ্যা—কোন টাউন এসোসিয়েশন ও গ্রুপ কোন চেম্বার অব ইণ্ডাষ্ট্রী বা এসোসিয়েশন (বাংলাদেশ ভিত্তিক) এর সদস্য হইতে পারিবে না।"।

(খ) উপ-বিধি (৪) এর টেবিলের পরিবর্তে নিম্নরূপ টেবিল প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

টেবিল

বাণিজ্য সংগঠনের শ্রেণী	নূন্যতম অধিভুক্তি ফিস (টাকায়) চেম্বার	এসোসিয়েশন	নূন্যতম বার্ষিক চাঁদা (টাকায়) চেম্বার	এসোসিয়েশন
ক শ্রেণী	২৫,০০০	১৫,০০০	২৫,০০০	১৫,০০০
খ শ্রেণী	১৫,০০০	৮,০০০	১৫,০০০	৮,০০০"।

(৩) বিধি ১০ এর উপ-বিধি (২) তে "বিধি ৮" শব্দ ও সংখ্যার পরিবর্তে "বিধি ৯" শব্দ ও সংখ্যা প্রতিস্থাপিত হইবে।

(৪) বিধি ১৩ এর উপ-বিধি (১) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-বিধি (১) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(১) ফেডারেশন ব্যতীত অন্যান্য বাণিজ্য সংগঠনের প্রত্যেক সদস্য উক্ত সংগঠনের কার্যনির্বাহী কমিটির প্রতিটি সদস্য নির্বাচনের জন্য একটি করিয়া ভোট দিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে,—

(ক) এই বিধিমালা প্রবর্তনের তারিখে (১২-৩-১৯৯৪ ইং) বিদ্যমান কোন বাণিজ্য সংগঠনের সংঘবিধিতে আনপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে ভোট প্রয়োগের

বিধান থাকিলে, এইরূপ বিধান উক্ত সংগঠন কর্তৃক পরিবর্তন না করা পর্যন্ত, উহার সদস্যগণ পূর্বোক্ত একটি ভোটের পরিবর্তে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ভোট প্রয়োগের অধিকারী হইবেন; এবং

(খ) জেলা চেম্বার অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রীতে কোন গ্রুপ বা টাউন এসোসিয়েশন সদস্যভুক্ত থাকিলে উক্ত গ্রুপ বা এসোসিয়েশন একটির অধিক ভোট দিতে পারিবে কি না এবং উক্ত গ্রুপ বা এসোসিয়েশনের জন্য কোন আসন সংরক্ষিত থাকিবে কি না তৎসম্পর্কে সংঘবিধিতে বিধান করা যাইবে।

ব্যাখ্যা—এই উপ-বিধির উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, ''আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব'' বলিতে এমন ব্যবস্থাকে বুঝাইবে যদদ্বারা উক্ত সংগঠনের সদস্যগণ কর্তৃক পরিচালিত শিল্প বা ব্যবসা বাণিজ্যের পরিমাণ বা পরিধি বা অন্য কোন মানদণ্ডের ভিত্তিতে সদস্যগণ কর্তৃক প্রয়োগযোগ্য ভোট সংখ্যা নির্ধারণ করা হয় এবং এতদুদ্দেশ্যে সংঘবিধিতে সুনির্দিষ্ট বিধান থাকে'';

(৫) বিধি ১৮ এর উপ-বিধি (৪) এর "উপ-বিধি (৫)" শব্দ, সংখ্যা ও বন্ধনীর পরিবর্তে "উপ-বিধি (৪)" শব্দ সংখ্যা ও বন্ধনী প্রতিস্থাপিত হইবে;

(৬) বিধি ২১ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ বিধি ২১ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"২১। ফেডারেশন ব্যতীত অন্যান্য বাণিজ্য সংগঠনের নির্বাচনের জন্য বিশেষ বিধান।—(১) ফেডারেশন ব্যতীত অন্যান্য বাণিজ্য সংগঠনের সকল কার্যনির্বাহী কমিটির মেয়াদ হইবে দুই বৎসর, অথবা বিকল্প হিসাবে উক্ত সংগঠন, উপ-বিধি (৩) এর বিধান সাপেক্ষে উহার কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যগণের মেয়াদ তিন বৎসর নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) যে বাণিজ্য সংগঠনের কার্যনির্বাহী কমিটির মেয়াদ দুই বৎসর সেই কমিটিতে কোন ব্যক্তি একাদিক্রমে দুই মেয়াদের অধিক নির্বাচিত হইতে পারিবেন না :

তবে শর্ত থাকে যে, এই বিধিমালা প্রবর্তনের তারিখে (১২-৩-৯৪ ইং) বিদ্যমান কোন কার্যনির্বাহী কমিটির মেয়াদ উহার সংঘবিধি অনুসারে উক্ত তারিখের পর এক বৎসর বা ততোধিক সময়ের জন্য বাকী থাকিলে, এইরূপ সময়কে এই বিধির উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, একটি মেয়াদ বলিয়া গণ্য করা হইবে এবং উক্ত কমিটির সদস্যগণ পরবর্তী একটি মেয়াদের জন্য নির্বাচনযোগ্য হইবেন।

(৩) যে বাণিজ্য সংগঠন উহার কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যগণের মেয়াদ তিন বছর নির্ধারণ করে সেই কমিটির—

(ক) সদস্য হিসাবে কোন ব্যক্তি পর পর তিন বৎসর অধিষ্ঠিত থাকিলে তিনি পরবর্তী দুই বৎসর উক্ত কমিটিতে নির্বাচিত হইতে পারিবেন না; এবং

(খ) এক তৃতীয়াংশ বা উহার নিকটতম সংখ্যক সদস্য প্রতি এক বৎসর অন্তর অবসর গ্রহণ করিবেন এবং তাঁহাদের অবসর গ্রহণজনিত শূন্য পদ পূরণের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।

(৪) এই বিধিমালা প্রবর্তনের তারিখে (১২-৩-১৯৯৪) বিদ্যমান কোন বাণিজ্য সংগঠন উহার কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যগণের মেয়াদ তিন বৎসর নির্ধারণ করিলে বা উক্ত তারিখের পূর্ব হইতেই উক্তরূপ মেয়াদ নির্ধারিত থাকিলে, উক্ত কমিটির সদস্যগণের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে, যথা :-

(ক) মোট সদস্য সংখ্যার এক তৃতীয়াংশ বা উক্ত সংখ্যা ভগ্নাংশবিশিষ্ট হইলে উহার নিকটতম সংখ্যক সদস্য এই বিধিমালা প্রবর্তনের ২৪০তম দিবসে অবসর গ্রহণ করিবেন ;

(খ) কমিটিতে সদস্য হিসাবে জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে, যদি প্রযোজ্য হয়, উক্ত সংখ্যা নির্ধারণ করা হইবে এবং একই দিনে দায়িত্বভার গ্রহণের কারণে অবসর গ্রহণের প্রয়োজন হইলে, লটারীর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সংখ্যক অবসর গ্রহণকারী সদস্য নির্ধারিত হইবেন ; এই সদস্যগণ পরবর্তী তিন বৎসরের জন্য পুনঃ নির্বাচনযোগ্য হইবেন এবং উক্ত মেয়াদান্তে তাঁহাদের ক্ষেত্রে উপ-বিধি(৩)(ক) প্রযোজ্য হইবে ;

(গ) দফা (ক) এর অধীন অবসর গ্রহণকারী সদস্যগণ ব্যতীত, বাকী সদস্যগণের অর্ধেক বা উক্ত অর্ধেক সংখ্যা ভগ্নাংশবিশিষ্ট হইলে উহার নিকটতম সংখ্যক সদস্য দফা (ক)তে উল্লিখিত অবসর গ্রহণের তারিখের এক বৎসর পর অবসর গ্রহণ করিবেন এবং প্রয়োজনে উক্ত দফা অনুসারে লটারীর মাধ্যমে অবসর গ্রহণকারী সদস্য নির্ধারিত হইবেন, এই অবসরগ্রহণকারী সদস্যগণ পরবর্তী তিন বৎসরের জন্য পুনঃ নির্বাচনযোগ্য হইবেন, এবং উক্ত মেয়াদান্তে তাঁহাদের ক্ষেত্রে উপ-বিধি (৩)(ক) প্রযোজ্য হইবে;

(ঘ) দফা (গ)তে উল্লিখিত অবসর গ্রহণের তারিখের এক বৎসর পর বাকী এক তৃতীয়াংশ সদস্য অবসর গ্রহণ করিবেন এবং তাহারা উপ-বিধি (৩)(ক) অনুসারে পরবর্তী ২ বৎসর পুনঃ নির্বাচনযোগ্য হইবেন না।

(৫) এই বিধিমালা প্রবর্তনের পর নবগঠিত কোন বাণিজ্য সংগঠন উহার কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যগণের জন্য তিন বৎসরের মেয়াদ নির্ধারণ করিলে, উক্ত সংগঠনের প্রথম কমিটির ক্ষেত্রে নিম্নরূপ বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে, যথা :—

(ক) কমিটি গঠনের তৃতীয় বৎসরান্তে এক তৃতীয়াংশ সদস্য অবসর গ্রহণ করিবেন এবং সমঝোতার মাধ্যমে অবসর গ্রহণকারী সদস্য নির্ধারণ করা সম্ভব না হইলে লটারীর মাধ্যমে উহা নির্ধারিত হইবে ; এইরূপ অবসর গ্রহণকারী সদস্যগণ পরবর্তী তিন বছরের জন্য পুনঃ নির্বাচনযোগ্য হইবেন এবং তাহাদের কেহ পুনঃ নির্বাচিত হইলে উক্ত মেয়াদান্তে তাহার ক্ষেত্রে উপ-বিধি (৩) (ক) প্রযোজ্য হইবে;

(খ) দফা (ক) এর অধীন অবসরগ্রহণকারী সদস্যগণ ব্যতীত বাকী সদস্যগণের অর্ধেক সদস্য কমিটি গঠনের চতুর্থ বৎসরান্তে অবসরগ্রহণ করিবেন এবং সমঝোতার মাধ্যমে নির্ধারণ করা সম্ভব না হইলে লটারীর মাধ্যমে এইরূপ অবসর গ্রহণকারী সদস্য নির্ধারিত হইবেন; তাহারা পরবর্তী তিন বছরের জন্য পুনঃ নির্বাচনযোগ্য হইবেন এবং তাহাদের কেহ পুনঃ নির্বাচিত হইলে তাহাদের ক্ষেত্রে উপ-বিধি (৩) (ক) প্রযোজ্য হইবে ;

(গ) দফা (ক) বা (খ) এর অধীন কেহ পুনঃ নির্বাচিত না হইলেও তাহার ক্ষেত্রে উপ-বিধি প্রযোজ্য হইবে।

(গ) দফা (ক) এবং (খ) এর অধীন অবসরগ্রহণকারী দুই তৃতীয়াংশ সদস্য ব্যতীত বাকী সদস্যগণ কমিটি গঠনের পঞ্চম বৎসরান্তে অবসর গ্রহণ করিবেন এবং উহার পর তাহারা উপ-বিধি (৩)(ক) অনুসারে পরবর্তী দুই বৎসর পুনঃ নির্বাচনযোগ্য হইবে না।";

(৬) কমিটির সদস্যগণ তাহাদের মধ্য হইতে উহার সভাপতি ও সহ-সভাপতি, যে নামেই অভিহিত হউক, নির্বাচন করিবেন।";

(৭) বিধি ২২ এর—

(ক) উপ-বিধি (৬), (৭) এবং (৮) বিলুপ্ত হইবে।

(খ) উপ-বিধি (৯) তে বর্ণিত টেবিলের প্রথম কলামের তৃতীয় এন্ট্রি এবং উহার বিপরীতে দ্বিতীয় ও তৃতীয় কলামের এন্ট্রিগুলি বিলুপ্ত হইবে;

(৮) বিধি ২৫ এর—

(ক) উপ-বিধি (১) এ "১২০" সংখ্যাটির পরিবর্তে "১৫০" সংখ্যাটি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-বিধি (৩) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-বিধি দুইটি প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"(৩) কোন বাণিজ্য সংগঠন উহার সংঘবিধি অনুসারে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠান করিয়া না থাকিলে অথবা উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হইলে, এইরূপ বাণিজ্য সংগঠন শুধুমাত্র একবারের জন্য নিম্নবর্ণিত বিধানাবলী অনুসারে নির্বাচন অনুষ্ঠান করিতে পারিবে, যথা :—

(ক) উপ-বিধি (১), এ উল্লিখিত সময়সীমার পরবর্তী ৯০ দিন (অর্থাৎ ১২-৩-১৯৯৪ তারিখ হইতে ১৫০ দিনের পরবর্তী ৯০ দিন) এর মধ্যে উক্ত উপ-বিধি অনুসারে সংশোধিত বা সংশোধিত বলিয়া গণ্য সংঘবিধি অনুসারে নির্বাচন অনুষ্ঠান করিতে হইবে এবং উক্ত ৯০ দিন পর্যন্ত ফেডারেশন বা সংশ্লিষ্ট বাণিজ্য সংগঠনের কার্যনির্বাহী কমিটি বা ক্ষেত্রমত উক্ত কমিটির সদস্যগণ বহাল থাকিবেন; এবং

(খ) এই উপ-বিধির অধীন নির্বাচন অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট কার্যনির্বাহী কমিটি বা নির্বাচন বোর্ড বা আপীল বোর্ড বিধি ১৪, ১৫ এবং ১৬তে উল্লিখিত সময়সীমা অপেক্ষা যে কোন কম সময়সীমা নির্ধারণ করিতে পারিবে।"।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

দীপক কুমার সাহা

উপ-সচিব।

মোঃ মিজানুর রহমান, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আব্দুর রশীদ সরকার, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরমস্ ও প্রকাশনী অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।